**বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা আয়োজিত জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা**-

**পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, শনিবার, ০৫ চৈত্র ১৪১৭, ১৯ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ,

অভিভাবকমন্ডলী,

সুধিবৃন্দ,

আমার প্রাণপ্রিয় ছোট্ট সোনামণিরা,

আসসালামু আলাইকুম।

সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা আয়োজিত জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সকল শিশু-কিশোরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। জাতির পিতার জন্মের মাস। আমাদের মুক্তির মাস। স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাস।

আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। সালাম জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমরা নিশ্চয়ই জান জাতির পিতা ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। ঢাকা থেকে যেতে সময় লাগত ২২ ঘন্টা। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন সৎ ও সাহসী। অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি স্কুল জীবন থেকেই সক্রিয় ছিলেন। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬ দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সর্বত্রই তিনি ছিলেন নেতৃত্বের ভূমিকায়।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি তাঁর যাদুকরী এক সম্মোহনী ভাষণে স্বাধীনতার অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। পরে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। আকাশে উড়ে আমাদের প্রিয় লাল-সবুজের পতাকা ।

জাতির পিতা অসংখ্যবার জেল খেটেছেন। পাকিস্তানী স্বৈর শাসকদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব জাতিকে আজও অনুপ্রাণিত করে। তোমরা বড় হয়ে পড়ালেখা করবে। তাঁর সম্পর্কে জানবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানবে।

আমার প্রিয় সোনামণিরা,

জাতির পিতা তাঁর জীবনের সোনালী সময় বিসর্জন দিয়েছিলেন এই দেশের জন্য। দেশের মানুষের জন্য। তিনি যখন স্বাধীন দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন তখনই তাকেঁ নির্মমভাবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করা হল। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে কবর খোঁড়া হলেও তাকেঁ মারার সাহস শত্রুরা পায়নি। তাঁর বুকেই গুলি চালালো স্বাধীন বাংলাদেশের বিপথগামী ষড়যন্ত্রকারীরা।

তারা শুধু জাতির পিতাকেই হত্যা করেনি। তারা ঐ রাতে হত্যা করেছিল আমার মা, ১০ বছরের ছোট্ট রাসেলসহ পরিবারের ১৮ জনকে। আমি আর ছোট বোন রেহানা বিদেশে থাকার কারণে বেঁচে যাই।

আমি যখনই তোমাদের মাঝে আসি, আমার ছোট ভাই রাসেলের কথা মনে পড়ে। কী দোষ করেছিল রাসেল? কী দোষ করেছিল আমার মা, আমার ভাই-ভাবীরা?

আজ সেই নির্মম খুনীদের বিচার হয়েছে। আমরা তোমাদের জন্য এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে নির্বিচারে কাউকে প্রাণ দিতে না হয়। যেখানে শিশুরা আগামীর স্বপ্ন বুনবে। আমি এমন একটি বাংলাদেশ তোমাদের উপহার দিতে চাই যেখানে কোন বঞ্চনা, শোষণ, অন্যায়, অবিচার থাকবে না। যেমনটি চেয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়তে চাই।

তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তোমরা এদেশের প্রকৃত ইতিহাস জানবে। নিজেদেরকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

আমি বড়দেরকে অনুরোধ জানাব শিশুদের দেশ ও দেশের জাতীয় নেতাদের সঠিক ইতিহাস জানাতে।

সুধিবৃন্দ,

শিশুরাই জাতির সবচাইতে বড় সম্পদ। শিশুর বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। আজকের শিশুই আগামীদিনে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেবে।

আমরা চাই, একটি শিশু তার জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করে মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচাবে। বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে তারাই এগিয়ে আসবে।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণিত হয়। তিনি শিশুদের দেশপ্রেমিক, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্যার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। সেই আদর্শের পথ ধরেই বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে শিশুদের উন্নয়নে অনেকগুলো কমসূচি হাতে নিয়েছিলাম। পরবর্তী সরকার তা অব্যাহত রাখেনি। আমরা সেই সময় সাক্ষরতার হার ৬৫.৬ শতাংশে উন্নীত করেছিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সাফল্যের ধারা পরবর্তী সরকার ধরে রাখতে পারেনি।

আমরা এবার দায়িত্ব নিয়ে শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছে।

আমরা শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করেছি। এ বিষয়ে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১১ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। শিশুদেরকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা দিতে চাই। ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বিনির্মাণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বছরের প্রথম দিনে মাধ্যমিক পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। আমরা শহরাঞ্চলের কর্মজীবী শিশুদের জন্য কর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি।

শিশুদের কোনভাবেই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যাবে না। সরকার এ ব্যাপারে সচেষ্ট। প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর পাশাপাশি আছে শিশু পাচার ও নির্যাতনসহ নানা রকম অপরাধ ও বৈষম্যমূলক আচরণ। শিশুদের সুরক্ষার জন্য এই সকল প্রতিকূলতা দূর করতে হবে। শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে চাই।

আমরা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেছি।

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন চালু করা হয়েছে। আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের মূল স্রেতধারায় নিয়ে আসার জন্য তাদের সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছি।

শিশু সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আমরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছি। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ এমডিজি-৪ পুরস্কার লাভ করেছি।

শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিটি হাসপাতালে শিশু বিভাগ খোলার নির্দেশ দিয়েছি। শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য রাজধানীসহ সকল শহরের শিশু পার্ক দখলমুক্ত করা হবে।

সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এদিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।

ছোট্ট বন্ধুরা,

আজ তোমাদের এত উচ্ছাস, এত আনন্দ দেখে আমি মুগ্ধ। তোমাদের নিষ্কলুষ এবং উচ্ছাসভরা মানসিকতাকে ধরে রাখতে তোমরা সচেষ্ট হবে।

তোমরা পড়াশোনায় মনোযোগী হও। শিক্ষক ও গুরুজনদের কথা মেনে চল। আর বিশেষভাবে বলতে চাই, তোমাদের পাশে যেসব প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র শিশু আছে তাদের প্রতি অধিক দরদী হও। তাদের মধ্যে অনেক মেধা, প্রতিভা লুকিয়ে আছে। তোমরা তাদেরকে ভালবাসবে, কাছে টেনে নিবে। দেখবে তারাও তোমাদের মত অনেক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে যা দেশের কল্যাণে, বিশ্ববাসীর কল্যাণে কাজে লাগবে।

আজ যারা তোমাদের মেধার সর্বোচ্চ উজাড় করে বিজয়ী হয়েছো তাদের প্রতি আমার অভিনন্দন। যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছ তাদেরকেও অভিনন্দন জানাই। জয়-পরাজয় বড় কথা নয়, অংশগ্রহণই বড়। তোমাদের এই চর্চা ধরে রাখবে। দেখবে একদিন তোমরাই এদেশের নেতৃত্ব দিবে।

সমবেত সুধিমন্ডলী,

নির্বাচনী ইসতেহার অনুযায়ী আমরা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমরা রূপকল্প ২০২১ বিনির্মাণের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমার প্রত্যাশা সকলের সহযোগিতায় আমরা একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।

এখন থেকেই আমাদের শিশুদেরকে সেই বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রস্ত্তত করতে হবে। অভিভাবকদের আমি অনুরোধ জানাব আপনারা আপনাদের সন্তানদের শুধু বইয়ের বোঝা দিয়ে চাপিয়ে রাখবেন না। তাদেরকে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে তুলুন।

আসুন, আমরা আমাদের বর্তমানকে এই শিশুদের জন্য উৎসর্গ করি। আগামী দিনে তারা বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর কাছে উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে সবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরুক। এই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....